এক্সিকিউটিভ বা কার্যনির্বাহী সার সংক্ষেপ

এই গবেষণা প্রকল্পটি দ্য ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর মেন্টাল হেলথ্ ইন ইংল্যান্ডের (এনআইএমএইচই) অনুদানে করা হয়েছে এবং এতে সহায়তা দিয়েছেন ও এর ব্যবস্থাপনায় আছে সেন্টার ফর এথনিসিটি এন্ড হেলথ্, ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ল্যাংকাশায়ার।

মেন্টাল হেলথ্ কেয়ারের ডেলিভারি রেইস ইকোয়ালিটি বা জাতিগত সমতাবিধানের একটি অংশ এই প্রকল্প, যার লক্ষ্য হলো

- ইকোয়ালিটি অফ একসেস বা প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে সমতা
- ইকোয়ালিটি অফ এক্সপেরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সমতা
- ইকোয়ালিটি অফ আউটকাম বা ফলাফলের ক্ষেত্রে সমতা

মেন্টাল হেলথ্ সার্ভিসের কৃষ্ণাঙ্গ ও সংখ্যালঘু সেবা ব্যবহারকারীদের জন্য এই লক্ষ্যগুলো নির্ণয় করা হয়েছে।

তিনটি ক্ষেত্রে এই প্রকল্পগুলো করা হয়েছে:

- **আরো যথাযথ ও অনুকূল সেবা-** বিভিন্ন সংস্থা ও যারা কাজ করছে তাদের উন্নয়ন ঘটিয়ে এটি অর্জন করা হবে, ক্লিনিক্যাল সেবা ও নির্দিষ্ট দলগুলো যেমন বয়স্ক লোক, আশ্রয় প্রার্থী এবং শরণার্থী ও শিশুদের জন্য সেবার উন্নয়ন ঘটানোর উদ্দেশ্যে।
- **কমিউনিটি সম্পৃক্ততা -** সুস্থ কমিউনিটি এতে অংশ নেবে এবং সেবার পরিকল্পনায় কমিউনিটিগুলো অংশগ্রহণের মাধ্যমে করা হবে, এটি অর্জনে ৫০০ জন নতুন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার সাহায্য করবে।
- **আরো ভালভাবে তথ্য দেয়া-** এথনিসিটি বা জাতিগত ভিন্নতা আরো ভালভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, আরো ভালভাবে তথ্য আদানপ্রদান এবং ভাল কাজ, এবং কার্যকরী সেবা সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানোর মাধ্যমে। এর মধ্যে মেন্টাল হেলথ্ পেশেন্ট বা মানসিক রোগীদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে নতুন একটি বার্ষিক লোকগণনা থাকবে।

ডিআরই এর জন্য যে পঞ্চবার্ষিকী লক্ষ্য তৈরী করা হয়েছে তা হলো ২০১০ সালের মধ্যে মেন্টাল হেলথ্ সার্ভিসে নিচের এই বিষয়গুলো থাকবে:

- বিএমই কমিউনিটিগুলো এবং সেবা ব্যবহারকারীদের মধ্যে মেন্টাল হেলথ্ সেবা নিয়ে ভীতি কমিয়ে আনা
- সেবা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সন্তুষ্টি
- বিএমই কমিউনিটিগুলো থেকে রোগীদের সাইক্রিয়াটিক ইনপেশেন্ট ইউনিটগুলোতে ভর্তির মাত্রা কমিয়ে আনা
- বিএমই সেবা ব্যবহারকারীদের ইনপেশেন্ট ইউনিটগুলোতে আবশ্যকীয় আটক বা কমপালসারি ডিটেনশনের সামঞ্জস্যহীন মাত্রা কমিয়ে আনা
- সহিংস ঘটনা কমিয়ে আনা, যা মানসিক অসুস্থ্তার জন্য যথেষ্ট চিকিৎসার অভাবের কারণে হতে পারে
- বিএমই দলগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কমিয়ে আনা
- ফিজিক্যাল ইন্টারভেনশন বা পদক্ষেপের মাধ্যমে মেন্টার হেলথ্ সেবায় মৃত্যুর ঘটনা বন্ধ করা
- আরো বেশী বিএমই সেবা ব্যবহারকারী যেন এমনভাবে সেরে উঠতে পারেন, যাতে তাঁরা নিজেই সেটা জানাতে পারেন
- কারাবন্দীদের মধ্যে যে সব বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় তা কমিয়ে আনা
- আরো বেশী ভারসাম্যময় কার্যকরী থেরাপি, যেমন পিয়ার সাপোর্ট সার্ভিস এবং সাইকোথেরাপিউটিক এবং কাউন্সিলিং বা পরামর্শ চিকিৎসা এবং এরই সাথে সংস্কৃতির সাথে মানানসই ও কার্যকরী ফার্মালজিক্যাল সেবাদান
- পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ, মেন্টাল হেলথ্ নীতি তৈরী এবং সেবার পরিকল্পনা ও সুযোগের ক্ষেত্রে বিএমই কমিউনিটিগুলোর ও বিএমই সেবাব্যবহারকারীদের আরো বেশী কার্যকরী ভূমিকা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে

কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট প্রজেক্ট বা সম্পৃক্ততার প্রকল্পটি এশিয়ান বয়স্ক লোক ও তাঁদের পরিবারিক কেয়ারারদের মেন্টাল হেলথ্ সেবা পাবার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং/অথবা সেবা পাবার পর তাঁদের যে অভিজ্ঞতা তা নিরূপণের জন্য করা হয়েছিল।

১. এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের কেয়ারারদের উপর একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা কিভাবে প্রভাব ফেলে আমরা বিশেষত সেটি জানতে আগ্রহী

২. আমরা জানতে চাই তাদের কি ধরনের সেবা দেয়া হয়েছে (যদি দেয়া হয়ে থাকে) এবং সেগুলো কি কোনভাবে সাহায্য করতে পেরেছিল কিনা
৩. আমরা ভবিষ্যতে আরো উন্নয়ন ঘটানোর জন্য কোন পরামর্শ বা উপদেশ পেতে আগ্রহী যেন সেগুলো নিউহ্যামে সেবাদানকারী সংস্থাগুলোকে ও কমিশনারদের জানাতে পারি।

প্রশ্নপত্র থেকে তথ্য জোগাড় করা আমাদের লক্ষ্য, যেন আমরা একটি ধারণা পেতে পারি:

- বর্তমান সেবাগুলো কিভাবে দেয়া হচ্ছে
- সেবা পাবার ক্ষেত্রে কি ধরনের দূরত্ব এবং বাধা রয়েছে
- সেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে বর্তমান বাধাগুলো দূর করা যায়

যাদের প্রয়োজনের দিকে আমরা দৃষ্টি রাখছি:

ক) এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তি - কমিউনিটিতে বসবাসকারী ৫৫ বছরের উর্ধ্বে যারা রয়েছেন
খ) এশিয়ান পরিবারের কেয়ারার - বিভিন্ন বয়সের- যারা কমিউনিটিতে বাস করছেন

মেন্টাল হেলথ্ সার্ভিসে স্থানীয় যাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে না, এই প্রকল্পটি তাদের চিহ্নিত ও সম্পৃক্ত করবে। প্রকল্পটির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো:

- **এইসব ব্যক্তিদের সামাজিক অর্ন্তভুক্তি বাড়ানো**
- **নিউহ্যামের সেবা ব্যবহারকারী কমিউনিটিগুলোর এবং সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সোশ্যাল ক্যাপিটাল তৈরীর প্রকল্প উন্নয়ন**

ইউসিএলএএন সাপোর্ট ওয়ার্কার ও স্টিয়ারিং কমিটি তাদের সহায়তা দিয়েছে। গবেষণা দলটির সাপ্তাহিক মিটিং স্বতন্ত্র ও দলগত দুধরনের সহায়তাই করেছে এবং সাবকো ট্রাস্ট তত্ত্বাবধানে ছিল।

কিছু কিছু অংশগ্রহণকারী সাবকোর ডাটাবেজে আগে থেকেই ছিলেন, তাঁদের সাথে চিঠি, প্রচারপত্র এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে। আমরা অন্য কয়েকটি সংস্থার সাথেও যোগাযোগ করেছি, যেমন, ক্যাথারিন রোড কমিউনিটি সেন্টার, এলএইচএ-আসরা হাউজিং এ্যাসোসিয়েশন, নিউহ্যাম কেয়ারারস নেটওয়ার্ক, তাদের আমরা অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। যাদের অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এবং তাদের একক ভিত্তিতে সাক্ষাতকারের কিংবা ফোকাস গ্রুপ গঠনের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

তথ্যগুলো জোগাড়ের আগে ৫টি সেশন করা হযেছিল, যেগুলোর মাধ্যমে প্রকল্পটির পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে এবং “মেন্টাল হেলথ্ এন্ড মেন্টাল ওয়েলবিয়িং” বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি এশিয়ান কমিউনিটি, বিশেষত বয়স্ক ব্যক্তি এবং তাদের পারিবারিক কেয়ারারদের মেন্টাল হেলথ্ বা মানসিক স্বাস্থ্য বোঝার এবং ধারণা পাবার মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণের জন্য একটি উদাহরণ তৈরীর জন্য গুরত্বপূর্ণ ছিল। প্রযোজ্য কমিউনিটি ভাষায় এই সেশনগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সেশনগুলো সবাইকে এগিয়ে আসতে এবং সাবকোর সাথে কমিউনিটিতে সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছে।

আমরা যদি এইসব পদক্ষেপগুলো না গ্রহণ করতাম, তবে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা খুবই কম হতো। অংশগ্রহণকারীদের চিঠির মাধ্যমে বা টেলিফোনে সরাসরি যোগাযোগ করে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আটটি সেশনের ব্যবস্থা ছিল সেখান থেকে প্রত্যেকে তাদের সুবিধা অনুযায়ী সেশন বাছাই করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এক্ষেত্রে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের কথা মাথায় রাখা হয়েছিল, যেমন:

- নির্দিষ্ট ভাষা
- লিঙ্গ
- শুধুমাত্র মহিলা ও শুধুমাত্র বয়স্ক পুরুষ
- শুধুমাত্র পুরুষ ও শুধুমাত্র বয়স্ক মহিলা
- মিশ্র (পুরুষ ও মহিলা) এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তি
- পুরুষ পারিবারিক কেয়ারার শুধুমাত্র
- মহিলা পারিবারিক কেয়ারার শুধুমাত্র
- মিশ্র (পুরুষ ও মহিলা) পারিবারিক কেয়ারার শুধুমাত্র

অংশগ্রহণকারীরা একক ভিত্তিতে আলোচনা করতে নাকি একটি দলের অংশ হয়ে কথা বলতে চান সেটি বাছাই করার সুযোগও ছিল। প্রতিটি সেশনের সময়সূচী ঠিক করা হয়েছিল নিম্নানুযায়ী:

- একক ভিত্তিতে বা ওয়ান টু ওয়ান প্রশ্নপত্র
- ফোকাস গ্রুপ
- কমপ্লিমেন্টারি থেরাপি
- হাল্‌কা নাস্তা-পানি
- যাতায়াতের ক্ষেত্রে সহায়তা
- পারসোনাল বা ব্যক্তিগত কেয়ার সাপোর্ট

গবেষণার জন্য যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে: একক ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র যা একটি সুনির্দিষ্ট সাক্ষাতের মাধ্যমে করা হয়েছে এবং ফোকাস গ্রুপ।

৫০জন এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তির সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে এবং তাদের উত্তরগুলো প্রশ্নপত্রতে লিখে নেয়া হয়েছে।

ফোকাস গ্রুপ

চারটি ফোকাস গ্রুপ তৈরী করা হয়েছিল এবং এগুলো বিভিন্নভাবে গঠন করা হয়েছে, যেমন:

- শুধুমাত্র মহিলা এশিয়ান পারিবারিক কেয়ারার দল

- শুধুমাত্র পুরুষ এশিয়ান পারিবারিক কেয়ারার দল
- শুধুমাত্র এশিয়ান পুরুষ
- শুধুমাত্র এশিয়ান মহিলা
- প্রতিটি দলকে একজন সমন্বয়কারী ও সহ-সমন্বয়কারী নেতৃত্ব দিয়েছেন, যেখানে যেখানে প্রয়োজন সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীরাও ছিলেন, আলোচনা এবং ব্যক্তিগত কেয়ার সংক্রান্ত দুধরনের ক্ষেত্রেই সাহায্য করার জন্য

<u>ফলাফল এবং আলোচনা</u>

কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল নিম্নরূপ:

- নিউহ্যামে মেন্টাল হেলথ্ সার্ভিস বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে
- তাঁরা মেন্টাল হেলথ্ কি তা বর্ণনা করতে পারছিলেন না
- তাঁরা জানেন না কিভাবে মেন্টাল হেলথ্ বা মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করবেন
- তাঁরা জানেন না সাহায্য, পরামর্শের জন্য কোথায় যাবেন
- মানসিক সমস্যাকে “লজ্জাজনক” হিসেবে দেখা হয়
- মানসিক স্বাস্থ্যকে একটি সংক্রামক রোগ হিসেবে দেখা হয়
- মানসিক সমস্যা ধরা পড়লে সেটি পরিবারের মধ্যে নিজেদের ভেতরেই রাখা হয়, লুকিয়ে রাখা হয়
- অনেকেই মনে করেন অস্বাভাবিক ব্যবহার সাধারণ রীতির বাইরের একটি বিষয় এবং তাই সেই ব্যক্তি “পাগল”
- বিচ্ছিন্নতা “একাকিত্বের” দিকে ঠেলে দেয়, যার ফলে “বিষন্নতায়” ভোগেন এবং এর ফলে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন
- আরেকটি গুরুতর বিষয় হলো বাড়ীর বাইরের নিয়মিত কর্মকান্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা অনেকটা “নিজেকে বন্ধ করে দেবার” মতো ব্যাপার, যেন পরিবারকে অস্বস্থিতে না ফেলা হয়, অথবা অনেক ক্ষেত্রে পরিবারই বাইরের জগতের সাথে তাঁদের যোগাযোগ করতে দেন না

- মেন্টাল হেলথ্ সেবার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁদের জানেন এমন কোন পরিবারের সদস্য বা বন্ধুদের খুব কম অংশগ্রহণ। তবে একজন অংশগ্রহণকারী তাকে “পিল” বা বড়ি দেবার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, তবে তাদেরকে কেউ তাঁদের অসুস্থতার কারণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে জানাননি, শুধুমাত্র এটিই বলা হয়েছে যে “বড়িটি খেলে তাঁদের ভাল লাগবে”।

সেবার উন্নয়ন এবং এটি যেন আরো সহজে পাওয়া যায় সে বিষয় আলোচনার সময় অনেক অংশগ্রহণকারীই বলেছেন যে:

- প্রযোজ্য ভাষায় কথা বলতে পারে এমন স্টাফ থাকলে তা অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে। এছাড়া ইংরেজী যাদের প্রধান ভাষা নয় এমন ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে সে ধরনের স্টাফ থাকলে সুবিধা হবে, এর ফলে তাঁদের যা বলা হবে সেটি ভূল বোঝা হবে না।

- অন্য একটি বিষয় হলো তথ্য সংক্রান্ত, যেসব স্থানে মানুষ সাধারণত যাতায়াত করে যেমন প্রার্থনার স্থান, সাপোর্ট গ্রুপ, জিপি প্র্যাকটিস, হেলথ্ সেন্টার, এবং কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি স্থানে ব্যাপকভাবে তথ্য রাখা দরকার। এক্ষেত্রে এটি জরুরী যে যারা এই সব দলগুলো চালান, তারা যেন কি কি সেবা রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত থাকেন যেন যখনই কেউ তাঁদের কাছে জানতে চাইবেন তারা সেই তথ্যটি দিতে সক্ষম হবেন।

- এছাড়া মেন্টাল হেলথ্ সার্ভিসগুলো যেন কমিউনিটি সেন্টার এবং প্রার্থনার স্থানের মতো জায়গাগুলোকে সেবা সংক্রান্ত, কি ধরনের সাহায্য দেয়া হয় এবং সঠিক সেবার জন্য কিভাবে পৌঁছতে হবে এ বিষয়গুলোতে সচেতনতা বাড়াতে কর্মপদক্ষেপ নেবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

- এশিয়ান কমিউনিটিতে মেন্টাল হেলথ্ বা মানসিক সমস্যা নিয়ে যে নিষেধাজ্ঞা বা কাল্পনিক ধারণা রয়েছে তা দূর করার জন্য এই বিষয়ে নিয়ে কথা বলতে সক্ষম করা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে, যার জন্য অবশ্যই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে বিচ্ছিন্নতা এবং বিষন্নতা কাটাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি পর্যায়ে ধর্মবিশ্বাস ভূমিকা রাখে। প্রার্থনার মাধ্যমে অনেকেই ধর্মবিশ্বাসের কাছে শান্তির সন্ধান করেন।

এটি বাড়ীতে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং/অথবা দলগত কর্মকান্ডের মাধ্যমে করা হয়।

এই প্রকল্পের সময়ে ভবিষ্যতে করা প্রয়োজন এমন কাজগুলো নিয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা হয়েছে। আমরা এর মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং একই সাথে আমরা আমাদের বর্তমান গুড

প্র্যাকটিস বা ভাল কাজগুলো সংহত করেছি এবং তথাকথিত "পৌঁছনো কঠিন এমন কমিউনিটিগুলোর" সাথে আলোচনা করেছি।

কমিউনিটিতে এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং তাদের কেয়ারারদের জন্য এবং হসপিটাল ওয়ার্ড, আবাসিক ও নার্সিং হোমগুলো নিয়ে যেসব কাজ করা দরকার সেগুলো চিহ্নিত করার বিষয়ে বেশ আগ্রহজনক কিছু আলোচনা হয়েছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে:

১. কেইস ওয়ার্ক

২. বন্ধুত্ব

৩. পরামর্শ

এগুলোর সাথে সাথে আমরা বর্তমানে যেসব কর্মীরা এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তি এবং তাদের কেয়ারারদের সাথে কাজ করছেন তাঁদের সাথে কিভাবে কাজ করা যায় তাও খতিয়ে দেখবো:

১. স্টাফ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তথ্য একত্রিত করে

২. যেসব সম্পদ রয়েছে সেগুলো শনাক্ত করে

৩. কর্মকান্ড

৪. স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে উন্নয়নমূলক কাজ

উপরের বিষয়গুলো আরো খতিয়ে দেখতে, সাবকো বর্তমানে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও সংবিধিবদ্ধ ফান্ডারদের কাছ থেকে সেব তথ্য আমরা পেয়েছি সেগুলো নিয়ে গবেষণা এবং একত্রিকরণ করছে।

সুপারিশমালা

এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তিদের সমান এবং সহজ সেবা দেবার জন্য যেসব বিষয়গুলোর দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন সেগুলো কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট গবেষণা প্রকল্পে পাওয়া তথ্যে দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলোই উপরোক্ত বিল্ডিং ব্লকের সাথে মিলে যায়, সেগুলো হলো:

- আরো যথাযথ ও রেসপনসিভ সেবা
- কমিউনিটি সম্পৃক্ততা
- উন্নত তথ্য

সার্ভিস কমিশনার এবং সেবাদানকারীদের প্রতি যেসব পদক্ষেপ নেবার সুপারিশ আমরা করছি সেগুলো নিম্নরূপ:

১. নিউহ্যামে যে বিশাল মেন্টাল হেলথ্ সেবা রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করা

২. এমন একটি প্রকল্প তৈরী করা যা কমিউনিটিগুলোর কাছে পৌঁছে মেন্টাল হেলথ্ বা মানসিক স্বাস্থ্য এবং এশিয়ান কমিউনিটির উপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম করবে

৩. স্থানীয় কমিউনিটি দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলোর (প্রার্থনার স্থান) একসাথে কাজ করার প্রকল্প তৈরী করা যেন মেন্টাল হেলথ্ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর দিকে নজর দেয়া যায়

৪. এশিয়ান কমিউনিটির বিভিন্ন ভাষায় ও ডায়ালেক্টে কথা বলতে পারে এমন স্টাফদের নিয়োগ করা, সরাসরি কাজে এবং পরামর্শদানে উভয় ক্ষেত্রেই

৫. বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার তৈরীর জন্য প্রভাবিত করা

৬. ইস্ট লন্ডন এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট ও কমিউনিটিতে অন্যান্য মেন্টাল হেলথ্ সেবাদানকারী সংস্থা যেমন দ্যা এডাল্ট সার্ভিস, দ্যা নিউহ্যাম প্রাইমারী কেয়ার ট্রাস্ট ইত্যাদির বর্তমান সেবার পর্যালোচনা এবং উন্নয়ন করা যেন তাদের কাছে যে সকল এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তিদের পাঠানো হয় তাদের লিঙ্গ, খাদ্য, ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষা, আগ্রহ, ধর্ম ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে তাঁদের প্রয়োজন মেটানো নিশ্চিত করা হয়

৭. সকলের জন্য সেবায় যেন তাদের প্রবেশাধিকার থাকে তা নিশ্চিত করা, যেন এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং তাদের কেয়ারারদের সামাজিক অর্ন্তভূক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়

৮. এশিয়ান কমিউনিটিকে লক্ষ্যে রেখে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য গড়ে তোলা

৯. সেইসব এশিয়ান বয়স্ক ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ব দূর করার জন্য সাপোর্ট গ্রুপ বা সহায়ক দল গড়ে তোলা, যাঁদের মানসিক সমস্যা আছে

১০.ওপরের চাহিদাগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর নজরদারী করা এবং ইস্ট লন্ডন এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, নিউহ্যাম পিসিটি, ওল্ডার পিপলস্ পার্টনারশীপ বোর্ড, ওভারভিউ অ্যান্ড স্ক্রুটিনি বোর্ড ইত্যাদির মত যথাযথ বোর্ডকে জানানো

১১.চিহ্নিত কর্মব্যবস্থার অগ্রগতির ওপর নজরদারী করার জন্য একটি বাস্তবায়ন গ্রুপ স্থাপন করা